Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

The Message

VOLUME 3, ISSUE 4 JUL-AUG, 2009

ঈদ মুবারক

আপনি কি চান? এই পাশ্চাত্যে আপনার সন্তান একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক?

আপনার সন্তান আশপাশের পরিবেশ, School, College, University, TV, Radio, Internet হতে সচেতন ও অবচেতন মনে প্রতিনিয়ত কোন না কোন কিছু শিখছে। প্রতিদিন সে নিত্যনূতন কায়দা রপ্ত করছে। হলিউড আর বলিউডের কল্যাণে আপনি, আপনার স্ত্রী এবং সন্তানেরা প্রতিনিয়তই এগুলি হতে মনের খোরাক নিচ্ছেন। শিশুরা অনুকরণ প্রিয় হবার কারণে এসব বিনোদনের মৌলিক বিষয়গুলির সাথে খুব সহজে পরিচিত হয়ে যায়। এভাবেই তাদের মননশীলতার উপর ঐসব উপাদানগুলির স্থায়ী প্রভাব পড়ে। এবার চিন্তা করুন এসব অখাদ্য কুখাদ্যের বিপরীতে আপনি নিজে ও আপনার সন্তান কি ইনপুট নিচ্ছেন? চোখ বন্ধ করে খানিক চিন্তা করুন। সুতরাং আপনি কি সর্তক হবেননা? আপনি কি চাননা আপনার সন্তানের মনে ভাল উপাদানগুলি বেশী করে ঢুকুক? আপনি কি চাননা আপনার সন্তান একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক?

তাই সন্তানের চরিত্র গঠনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্ট্রাটেজীর অংশ হিসেবে হলিউড, বলিউডের কুখাদ্যের বিপরীতে যে সামান্য কিছু নৈতিকতার সরবত আপনি পান করাতে পারেন তার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হলো একটি Family Library প্রতিষ্ঠা। আল-কুরআনের তাফসীর, হাদিস গ্রন্থ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনি, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী সমাজ, চার খলিফার বিস্তারিত জীবনি, সাহাবীদের জীবনি, ইসলামী শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে নিজ ঘরে একটি পারিবারিক লাইব্রেরী তৈরী করুন। নিজে পড়ুন ও সন্তানদের পড়ার উৎসাহ দিন।

শিশুপযোগী ইসলামী ডিভিডি, ভিসিডি ইত্যাদি সংগ্রহ করুন। সন্তানদের সেগুলি উপভোগ করার জন্য উৎসাহিত করুন। হিকমতের সাথে ও তাদের স্বতন্ত্র সত্তার কথা বিবেচনা করে ধীরে ধীরে এগুতে থাকুন। ইংরেজীতে এসব বই, ডিভিডি, সিডি খুব সহজেই Cost Price-এ NON-PROFIT ISLAMIC BOOKS & DVD CENTRE, 3000 Danforth-এ পাওয়া যায়।

- সেইসব লোকের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতি অবধারিত যারা অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে, আর পরনিন্দা চর্চায় পঞ্চমুখ হয়। (সূরা হুমাযা ঃ ১)
- আর জমিনের উপর গর্বভরে চলো না, আল্লাহ কোন আত্ম-অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে ভালবাসেন না। (সূরা লোকমান ঃ ১৮)
- তোমরা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করো কিন্তু নিজের জীবন সংশোধনের ব্যাপারে উদাসীন থাকো অথচ তোমরা কুরআন পড়ো। তোমরা কি ভাবো না? (সূরা বাকারা ঃ ৪৪)
- তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা অতি সহজেই বেহেশতে পৌঁছে যাবে? (সূরা বাকারা ঃ ২১৪)
- তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া সত্যকে গোপন রাখে। (সূরা বাকারা ঃ ১৪০)
- হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন কখনো তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে না দেয়। (আল-মুনাফিকুন ঃ ৯)

ভেতরের পাতায়

নামাযে আমরা কি পড়ি? আসুন নামায বুঝে পড়ি	২	*কুরআন কেন বুঝে পড়তে হবে?.....*	৬
নামাযের মধ্যে প্রয়োজনীয় কিছু দোয়া	৩	*শয়তানের সফল মিশন .....*	৭
সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দাহর কথোপকথন	৪	*জাল হাদীস ও কেচ্ছা-কাহিনী হতে সাবধান .....*	৮
কিভাবে বুঝবেন আপনার ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে ?	৬		

নামাযে আমরা কি পড়ি? আসুন নামায বুঝে পড়ি

আল্লাহু আকবারঃ আল্লাহ্ মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ ।

ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ..... নিশ্চয়ই আমি (পৃথিবীর সকল কিছু পরিত্যাগ করে) আকাশ ও যমীনের স্রষ্টার দিকে আমার মুখ করলাম এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই ।

ছানা ঃ সুবহানাকাল্লাহুম্মা ..... হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, তুমিই প্রশংসনীয়, তোমার নামই বরকতময় । তোমার গৌরবই সর্বোচ্চ এবং তুমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই ।

আউযুবিল্লাহি..ঃ আমি বিতাড়িত (অভিশপ্ত) শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি ।

বিসমিল্লাহির.. ঃ আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি ।

সূরা ফাতেহা ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক । যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু । যিনি বিচার দিনের মালিক । আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি । হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত কর তাদের পথ যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ । পক্ষান্তরে যাদের প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট এবং যারা বিপথগামী, তাদের পথে আমাদের পরিচালিত করো না । হে আল্লাহ! আমার এ দু'আ কবুল করুন ।

রুকু ঃ সুবহা-না রব্বিয়াল আজীম = আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি ।

সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ = প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ শুনতে পান ।

রব্বানা লাকাল হামদ্, হামদান কাসীরন, তাইয়িবান মুবারকান ফীহি = হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা । তোমার প্রশংসার মাঝে রয়েছে প্রচুর বরকত ।

সিজ্দা ঃ সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা = আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি ।

দুই সিজ্দার মাঝেঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়া আফিনী ওয়ারযুকনী ওয়াহদিনী ওয়ায বুরনী ।
হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, নিরাপদ রাখ, জীবিকা দান কর, সরল পথ দেখাও, পরিশুদ্ধ কর ।

আত্তাহিয়্যাতু ঃ যাবতীয় সম্মান, ইবাদত ও প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য । হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক । আমাদের উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর নেককার বান্দাগণের উপরও । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল ।

দরুদ ঃ হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের উপর শান্তি বর্ষণ করুন, যেরূপ ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরগণের উপর বর্ষণ করেছেন । নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত । হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বরকত দান করুন যেরূপ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি দান করেছেন । নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত ।

দু'আ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি যলাম্তু ..... হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপর অনেক জুলুম করেছি, তুমি ছাড়া পাপ মার্জনাকারী কেউ নেই । অতএব, হে আল্লাহ! অনুগ্রহপূর্বক আমার পাপ ক্ষমা করো এবং আমার উপর দয়া কর । নিশ্চয়ই তুমি দয়াময় ও পাপ ক্ষমাকারী ।

সালাম ঃ আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ = তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক ।।

বিঃ দ্রঃ যেসকল সুরাগুলো আপনি সাধারণত নামাযে পড়ে থাকেন, সেগুলোর অর্থ কোন বাংলা অনুবাদ থেকে মুখস্ত করে নিন।

নামাযের মধ্যে প্রয়োজনীয় কিছু দোয়া

রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং দোয়া পড়াঃ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

অর্থঃ হে আমাদের রব! তোমার জন্যই প্রশংসা, অত্যাধিক পবিত্র ও মোবারক প্রশংসা। (বুখারী, আবু দাউদ)

সাজদার মধ্যে দোয়াঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযের এই গুরুত্বপূর্ণ রোকনটিতে বিভিন্ন প্রকার দোয়া পড়েছেন। তার একটি নিম্নরূপ।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা। হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর। (বুখারী, মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهُ وَدِقَّهُ وَجِلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার সকল সূক্ষ ও বাহ্যিক, প্রথম ও শেষ এবং প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ মাফ কর। (মুসলিম)

দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দোয়াঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই বৈঠকে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَارْفَعْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ অন্য বর্ণনায়

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, দয়া কর, আমার অবস্থা পরিশুদ্ধ করে দাও, আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও, আমাকে হেদায়াত দাও, সুস্থতা দাও, রিযক দাও। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

শেষ বৈঠকে দোয়ার আগে ৪টি বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়া ওয়াজিবঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন, তোমাদের কেউ যখন শেষ তাশাহহুদ থেকে অবসর হবে, তখন সে যেন ৪টি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। তারপর সে যেন নিজের জন্য যা ইচ্ছা দোয়া করে। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে এই দোয়াটি এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যেমন করে তিনি তাদের কোরআর শিক্ষা দিতেন। (মুসলিম, নাসাঈ,)

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ مَسِيْحِ الدَّجَّالِ۔

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা এবং দাজ্জালের মন্দ ফেতনা থেকে।।

সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দাহর কথোপকথন

আল্লাহর সাথে বান্দাহর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সেতুবন্ধন হলো এ সূরা। বান্দাহ তার মনিবেরই শেখানো দোয়ার মাধ্যমে তাঁর নিকট ধরণা দেয়ার এক মহাসুযোগ পেয়েছে। এ যেন সরকারীভাবে দেওয়া দরখাস্তের ফরমে দস্তখত করার সুযোগ। যিনি দরখাস্ত কবুল করবেন তিনিই যদি দরখাস্তের ফরম পূরণ করার জন্য দেন, তাহলে এ দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়ারই পূর্ণ আশা।

এ সুরায় রাহমান ও রাহীম হিসেবে পরিচয় দিয়ে যে দোয়া শেখানো হয়েছে এ দোয়া যাতে বারবার পেশ করা হয়, সেজন্য নামাযে প্রতি রাকাআতে এ সূরাটি পড়ার হুকুম করা হয়েছে। এ হুকুমটাও আরেকটা বড় মেহেরবানী। এর মানে হলো, দরখাস্তের ফরম দেয়া সত্ত্বেও ফরমটা পুরণ করতে যেন অবহেলা না করা হয়, সেজন্য জোর তাগিদ দেয়া।

কুরআন মাজীদে এ সুরার নাম দেয়া হয়েছে 'উম্মুল কিতাব' তথা কুরআনের মূল বা সারকথা। এই সূরার মাধ্যমে মানুষের মন-মগজ যে দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেটাই কুরআনের বুনিয়াদি শিক্ষা। যার মানসিকতা এ সূরার ভিত্তিতে তৈরি হলো, সে কুরআন মাজীদের মূল স্পিরিট পেয়ে গেল। অর্থাৎ, সূরা ফাতিহার প্রাণসত্তা যে পেল, কুরআনের দেখানো পথে চলা তার জন্যই সহজ হয়ে গেল।

'ইসলাম' মানে আত্মসমর্পণ– নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে তুলে দেয়া। আর এটাই সূরা ফাতিহার সারকথা ও কুরআনের মর্মকথা।

সূরা ফাতিহা সম্পর্কে হাদীসে কুদসীতে (যেসব হাদীসে কোনো কথাকে সরাসরি 'আল্লাহ বলছেন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, ঐ হাদীসসমূহকে হাদীসে কুদসী বলা হয়।) আল্লাহ তাআলা এমন আবেগময় ভাষায় কথা বলেছেন, যা বান্দাহর মনে গভীর দোলা না দিয়ে পারে না। হাদীসখানা নিম্নরূপঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ বলেন, 'কাস্‌সামতুস্‌ সালাতা বাইনী ওয়া বাইনা আ'বদী নিসফাইন, ওয়া লিআ'বদী মা সাআলানী।'

অর্থাৎ আমি নামাযকে আমার ও আমার বান্দাহর মাঝে আধাআধিভাবে বিভক্ত করেছি; আর আমার বান্দাহ আমার কাছে যা চাইল, তা-ই তার জন্য রইল।'

যখন বান্দাহ বলেঃ
"আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন" **তখন আল্লাহ বলেন** = "হামিদানী আ'বদী" (আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করল)।

যখন বান্দাহ বলেঃ
"আররহমানির রহীম" **তখন আল্লাহ বলেন** = "আসনা আ'লাইয়া আ'বদী" (আমার বান্দাহ আমার গুণ গাইল)।

যখন বান্দাহ বলেঃ
"মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" **তখন আল্লাহ বলেন** = "মাজজাদানী আ'বদী" (আমার বান্দাহ আমার গৌরব বর্ণনা করল)।

যখন বান্দাহ বলেঃ
"ই-ইয়াকা না'বুদু ওয়া ই-ইয়াকা নাসতাঈন" **তখন আল্লাহ বলেন** = "হাযা বাইনী ওয়া বাইনা আ'বদী ওয়া লিআ'বদী মা সাআলা" (এটাই আমার ও আমার বান্দাহর মধ্যে সম্পর্ক আর আমার বান্দাহর জন্য তা-ই, যা সে চাইল। অর্থাৎ আমার ও আমার বান্দাহর মাঝে এ চুক্তি হলো যে, সে আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে দেব)।

Continue to Next Page.....

আর বান্দাহ যখন বলেঃ
"ইহ্‌দিনাস সিরাতল মুস্তাকীম .... ওয়া লাদদোয়াল্‌লীন" **তখন আল্লাহ বলেন** = "হাযা লিআ'বদী ওয়া লিআ'বদী মা সাআলা" (এটা আমার বান্দাহর জন্যই রইল, আর আমার বান্দাহর জন্য তা-ই, যা সে চাইল) ।

এ হাদীসে মহব্বতের এমন অগ্নিকণা রয়েছে যে, বান্দাহর দিলে ঈমানের বারুদ থাকলে এবং নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার সময় আল্লাহর প্রাণস্পর্শী কথাগুলোর দিকে গভীর মনোযোগ দিলে আল্লাহর সাথে মহব্বতের এমন আগুন জ্বলে উঠবে যে, আবেগের গভীরতায় বান্দাহ মনিবের অতি কাছে বলে অনুভব করবে ।

এ সুরা পড়ার সময় এ হাদীসটির কথা খেয়াল থাকলে একেকটি আয়াত পড়ার পর আল্লাহর প্রেমময় জবাবটা মনের কানে শোনার জন্য বান্দাহকে থামতেই হবে । এমন জবাবে যে তৃপ্তি ও শান্তি তা তারাই বোধ করতে পারে, যারা আয়াতগুলো ধীরে ধীরে মজা নিয়ে পড়ে ।

এ সূরাটি দুনিয়ার বাদশাহর সাথে অসহায় মানুষের গোপন কথোপকথনস্বরূপ । এখানে বাদশাহর কথাগুলো গোপনই আছে । শুধু দয়ার কাঙাল মানুষের কথাগুলোই সূরাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন– কোনো রাজার দরবারে কোনো প্রজা গিয়ে প্রথম রাজার গুণগান করে । রাজা জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কে?' প্রজা বলে 'আর কে, আপনারই নগন্য খাদিম ও দয়ার ভিখারী ।' রাজা তখন জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি চাও?' প্রজা তখন তার আসল বাসনা জানায় । সূরা ফাতিহায় এমনই একটা ছবি ফুটে উঠেছে ।

বান্দাহ প্রথমে আল্লাহর গুণগান করার পর আল্লাহ যেন জিজ্ঞেস করছেনঃ
"কে তুমি?" **বান্দাহ বিনয়ের সাথে জবাব দিচ্ছে** = 'একমাত্র আপনারই দাস, আপনার কাছেই সাহায্যপ্রার্থী ।'

আল্লাহ বলেনঃ
"আচ্ছা বুঝলাম, এখন তুমি আমার কাছে কী চাও?" **বান্দাহ বলে** = 'আমাকে সঠিক পথে চালাও ।'

আল্লাহ বলেনঃ
"কোন পথটাকে তুমি ঠিক মনে কর?" **বান্দাহ বলে** = 'সে পথ আমি চিনি না । শুধু এটুকু বলতে পারি, ঐ পথে চালাও, যে পথে চললে তোমার নিয়ামত সবসময় পাওয়া যাবে; কোনো সময় গযবে পড়ার কারণ ঘটবে না ও পথ হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না ।'

তখন আল্লাহ বলেনঃ
"যদি সত্যিই তুমি চাও যে, আমি তোমাকে সঠিক পথে চালাই তাহলে এই নাও কুরআন । এই কুরআনের কথামতো চল; তাহলে গযব থেকে বেঁচে থাকবে, ভুল পথে যাওয়ার কোনো ভয় থাকবে না এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আমার সন্তুষ্টি ও নিয়ামত ভোগ করতে পারবে ।"

কুরআন মাজীদের শুরুতে এ সূরাটিকে স্থাপন করে মানবজাতিকে এ কথাই জানানো হয়েছে যে, সিরাতুল মুস্তাকীম আল্লাহর দেওয়া এমন বিরাট নিয়ামত, যা ইখলাসের সাথে মনে-প্রাণে পরম আকুতি নিয়ে আল্লাহর কাছে না চাইলে পাওয়া যাবে না । আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় বেঁচে থাকার সব প্রয়োজনীয় জিনিসই মানুষকে দিয়ে থাকেন । এর জন্য আল্লাহর কাছে চাওয়ার কোনো শর্ত নেই । আল্লাহকে অস্বীকার করলে এমনকি আল্লাহকে গালি দিলেও তিনি রিযিক বন্ধ করবেন না । না চাওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার বড় বড় নিয়ামত আল্লাহর বিদ্রোহীকেও দেয়া হয় ।

কিন্তু সিরাতুল মুস্তাকীম, হেদায়াত বা আল্লাহর দীনের পথ কারো উপর চাপিয়ে দেয়ার জিনিস নয় । না চাইলে এ মহান নিয়ামত কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে দেওয়া হয় না । কোনো অনিচ্ছুক জাতি হেদায়াত পায় না । কারণ, হেদায়াত আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম দান এবং এ দান অপাত্রে দেয়ার নিয়ম নেই । খাঁটি মনে কাতরভাবে মহান ও দয়াময় মনিবের নিকট ধরণা দেয়া ছাড়া এ দান পাওয়া যায় না ।।

কিভাবে বুঝবেন আপনার ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে ?

আল্লাহ তাআলার প্রতি সত্যিকার ঈমান থাকলে আল্লাহর সাথে যে সব সম্পর্ক গড়ে উঠে এ সম্পর্কের দাবি পূরণ করাই মুমিনের জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু ঈমানের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও ঈমানের দাবি পূরণে সে-ই ব্যর্থ হয় যার ঈমান দুর্বল। তাই প্রত্যেক মুমিনেরই এ বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন যে, কোন পথে ঈমানে দুর্বলতা আসে। যখনই ঈমানে দুর্বলতা দেখা দেবে তখনই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

(হে রাসূল! আপনি তাদেরকে) বলুন, তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তানাদি, ভাই-বোন, স্ত্রীগণ, আত্মীয়-স্বজন, ঐ মাল যা তোমরা কামাই করেছ, তোমাদের ঐ ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার মন্দার ভয় কর এবং তোমাদের ঐ বাড়ি (জমি-জমা) যা তোমরা পছন্দ কর – (এ সব) যদি তোমাদের নিকট **আল্লাহ**, তাঁর **রাসূল** ও তাঁর পথে **জিহাদের** চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসেকদেরকে হেদায়াত করেন না। (সূরা আত তাওবা ঃ ২৪)

এ আয়াতে অতি স্পষ্ট ভাষায় দুনিয়ার ভালবাসার জিনিসগুলোকে কী পরিমান ভালবাসা যাবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ, রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে বেশি ভালবাসলেই ঈমান দুর্বল বলে প্রমাণিত হবে। যখন ঐ আটটি জিনিসের ভালবাসা এ তিনটির চেয়ে বেশি হবে তখনি ঈমানের বিপদ।

একটি উদাহরণ ঃ পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া জীবন বাঁচে না বলেই এ কথাটি বলা হয়। কিন্তু মানুষ কি পানিতে ডুবে মরে না? তাহলে পানিকে জীবন বলা যায় কী করে? আসল কথা হলো, এক বিশেষ পরিমাণ পানি অবশ্যই জীবন। এ পরিমাণের বেশি হলে পানিই মরণ।

আল্লাহ, রাসূল ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রতি দায়িত্ব পালনের পথে যখন ঐ আটটি ভালবাসার বস্তু প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তখন ঐ দায়িত্ব পালনে বাধার সৃষ্টি হয়। এ বাধা দূর করতে পারলে, অর্থাৎ তিনটির ভালবাসার খাতিরে যদি আটটির ভালবাসা কুরবানী দেওয়া যায় তাহলে প্রমাণিত হবে যে ঈমান দুর্বল নয়। ঈমান দুর্বল হলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ তখন আর ঈমানের দাবি পূরণ করার শক্তি থাকে না।

সম্পদ ও সন্তানকে আল্লাহ সজ্জাও বলেছেন, ফিতনাও বলেছেন–

"মাল ও সন্তানাদি দুনিয়ার জীবনের সজ্জা।" (সূরা আল কাহাফ ঃ ৪৬)

"নিশ্চয়ই তোমাদের মাল ও সন্তান ফিতনাহ" (সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৫)

ঐ আটটি ও তিনটির ভালবাসায় যদি ভারসাম্য রক্ষা করা হয় তাহলে সম্পদ ও সন্তান জীবনের সজ্জা। আর যদি আটটির ভালবাসা বেশি হয় তাহলে সম্পদ ও সন্তান ফিতনাহ। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহর হুকুম পালনে বাধাকেই ফিতনা বলা হয়। এর শাব্দিক অর্থ– পরীক্ষা, বিপদ, গোলযোগ, আকর্ষণ, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি।

"হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ শুন! তোমাদের মাল ও আওলাদ (সম্পদ ও সন্তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে না দেয়।" (সূরা মুনাফিকূন ঃ ৯)। এ সবের ভালবাসায় এমন মগ্ন হওয়া যাবে না যার কারণে ঈমানের দাবি পূরণে অবহেলা হয়ে যায়। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিক ঈমানের বুঝ দিন এবং প্রতিমুহূর্তে এই ঈমানকে ধরে রাখার তৌফিক দিন, আমীন।।

কুরআন কেন বুঝে পড়তে হবে?

আল-কুরআন আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব। জীবন পরিচালনার জন্য একটি পরিপূর্ণ গাইডলাইন। এর পরিপূর্ণ ব্যবহারই প্রকৃত সুফলের নিশ্চয়তা বিধান করে। আংশিক অনুসরণ ইহকালীন লাঞ্ছনা ও পরকালীন আযাবের সংবাদ প্রদান করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ মানুষকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যেঃ "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের মাঝে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল (জাযা) পার্থিব জীবনে হীনতা, এবং কিয়ামতের দিনে তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত (বেখবর) নহেন।" (সূরা বাকারা ঃ ৮৫)

এধরণের সুস্পষ্ট কঠোর হুঁশিয়ারী থাকা সত্ত্বেও শুধু অজ্ঞানতার কারণে আমরা ক্রমাগত আল্লাহর কিতাবের প্রতি হাস্যকর আচরণ করেই যাচ্ছি। এ কিতাবকে সবীনা খতম আর সূরা ইয়াসীন পাঠ করার জন্য ব্যবহার করে যাচ্ছি। যে কিতাব আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সফলতায় শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করতে পারত সেই মহান কিতাবকে আমরা শুধু সামান্য সওয়াব আদায়ের জন্য আর মৃতের কুলখানির জন্য ব্যবহার করছি। অথচ এটি বিস্তারিত অর্থসহ পড়ে আমাদের জেনে নেয়া উচিত কিভাবে আমরা একটি সোনালী সমৃদ্ধিশালী জীবন গড়তে পারি যা আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সুস্পষ্ট সফলতার গ্যারান্টি দিতে পারে। আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছিলেনঃ "হে নবী! আপনাকে কষ্ট দেবার জন্যে আমি এই কিতাব নাজিল করিনি।" (সূরা ত্ব-হা ঃ ২)

Continue to Next Page.....

আসুন আমরা আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত আল-কুরআন বুঝে পড়ার চেষ্টা করি, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সুন্নত বিস্তারিত পড়ে জেনে নিই কিভাবে একটি উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন সুখীসমৃদ্ধ পরিবার ও সমাজ গড়তে পারি। আল্লাহ আমাদের তার দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে জেনে এর পূর্ণ অনুসরণের তৌফিক দিন। ইহকালীন লাঞ্ছনা ও পরকালীন আজাব হতে পরিত্রাণ দিন। যথেষ্ট পরিমাণ অধ্যয়নের পর সওয়াবের উদ্দেশ্যে বা কুরআনের মর্মবাণী হতে ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে, কুরআনের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা মর্তবা এবং এর উপলব্ধি করে যদি তিলাওয়াত করতে চান তাহলে কোন দোষ নেই। শুধু তিলাওয়াতকারীদের দলে ভিড়বেন না, অর্থ বোঝার চেষ্টা করুন। অসুস্থ হওয়ার পর ডাক্তার যে প্রেসক্রিপশন দেন তা দশ হাজার বার পড়লেও (অর্থাৎ তিলাওয়াত করলেও) কি আপনার অসুখ সারবে? মোটেও না। আপনাকে ঐ ঔষধগুলি কিনে খেতে হবে, তবেই কেবল আপনি রোগমুক্তির আশা করতে পারেন। আল-কুরআন হলো জীবনের সকল সমস্যার কার্যকরী প্রেসক্রিপশন। এটা অধ্যয়ন করে, অনুধাবন করে এর শিক্ষা কাজে লাগানোর জন্য কুরআন পাঠানো হয়েছে। আপনি যদি অর্থ ছাড়া এটা কেবল রিডিং পড়ে যান তাহলে এটা কুরআন পাঠানোর মূল লক্ষ্য ব্যর্থ করে দেবে এবং আপনি অজ্ঞদের দলের একজন থেকে যাবেন, ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই আজই অর্থসহ কুরআনের তাফসীর সংগ্রহ করুন এবং প্রতিদিন অন্ততঃ ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা নিয়মিত অধ্যয়ন করুন এবং কুরআনের আলোকে জীবনকে গড়ে তুলুন।

শয়তানের সফল মিশন

ইবলিস (শয়তান) সূরা আরাফের ১৭ নং আয়াতে আল্লাহকে উদ্দেশ করে বলেছিলঃ "আমি এদের (মানব জাতির) সামনে থেকে আসবো, পিছন থেকে আসবো, ডান দিক থেকে আসবো, বাম দিক থেকে আসবো এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না।" শয়তানের প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশোধের অংশ হিসেবে সে মানুষকে সবসময় খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। ঈমানদারগণ শয়তানের প্রধান টার্গেট। শয়তানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। আর তার সবচাইতে বড় কৌশল হলো মানুষকে কুরআনের কাছে ঘেঁষতে না দেওয়া।

এ মিশনে শয়তান ঈমানদারদের ঈমানের মান অনুযায়ী বিভিন্ন ডোজ দিয়ে থাকে। যারা শুধু পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন তাদের জন্য এক ধরণের পুরিয়া, এবং যারা সালাত আদায় করেন এবং সৎভাবে জীবন যাপন করেন তাদের জন্য আবার অন্য ধরণের প্রেসক্রিপশন। শয়তানের common strategy হলো আল-কুরআনের ব্যাখ্যা বা তাফসীর পড়তে না দেয়া। শয়তানের এ ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সে ঈমানদারদের মনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছে, বিভ্রান্তি ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই দেখা যায় যে কেউ খুব আবেগের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করেন কিন্তু তার অর্থ ও ব্যাখ্যা জানার চেষ্টা করেননা। যে সূরা ইয়াসীন বা আয়াতুল কুরসী ছোটকাল হতে মুখস্থ করার তীব্র অনুভূতি সকল মুসলিমের মনে প্রকট, যা এখনো পাঠ করে আপদবিপদ দূর করা হয়; ঈমানদারদের বিশ্বাস এ সূরা পাঠ করে তারা অনেক উপকার পেয়েছেন। সেই আয়াতুল কুরসীর অর্থ-ব্যাখ্যা ও এর তাৎপর্য কি এটা জানার আগ্রহ যদি জীবনে একবারও মনে উদয় না হয় তাহলে সবচাইতে বেশী লাভবান হবে ইবলিস (শয়তান), এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে মুসলিমগণ।

ঈমানদারগণ, চোখ বন্ধ করে খানিক চিন্তা করুন। সারা জীবন অনেক ইবাদত বন্দেগী করেছেন, বিদ্যা শিক্ষা করেছেন, ডিগ্রীধারীও হয়েছেন। এবার নিজের বিবেককে একবার জিজ্ঞেস করুন, সারা জীবন কুরআন বুঝার চেষ্টা না করে যদি আল্লাহর নিকট হাযির হন তাহলে আপনার মান কোন পর্যায়ে রয়ে গেলো? ক্লাশের ১০০ জন ছাত্রের মধ্যে সবাই ছাত্র। যাদের ক্রমিক নাম্বার মেধা অনুসারে ১ থেকে ১০ তারাও ছাত্র, আর যাদের ক্রমিক নাম্বার ৯০ থেকে ১০০ তারাও ছাত্র। তবে মানগত পার্থক্যই এখানে বিবেচনার যোগ্য। তাই নয় কি? আমরা কিভাবে নিশ্চিন্ত মনে কুরআন বুঝার দায়-দায়িত্ব হতে নিজেদের নিস্কৃতি দিতে পারি? আমাদের বিবেক কি এখনো শুধু তেলাওয়াতের মধ্যে কুরআনকে সীমিত রাখার জন্য সায় দেয়? আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলতেনঃ ঈমানের লক্ষণ হচ্ছে কুরআন বুঝা।

আল-কুরআনে বারবার মানুষকে চিন্তা-গবেষণা (তাফাক্কুর-তাদাক্কুর) করতে বলা হয়েছে। সূরা সাদ এর ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "ইহা এক বহু বরকতপূর্ণ কিতাব যা আমরা নাজিল করেছি যাতে লোকেরা ইহার আয়াতগুলি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন লোকেরাই উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে।" যারা এ যুগেও প্রচার করে বেড়ান যে কুরআন তেলাওয়াত করলে এত পরিমাণ সওয়াব হবে বা বেশীবেশী কুরআন তেলাওয়াত করা দরকার, অর্থ বোঝার কোন দরকার নেই ইত্যাদি তারা আল্লাহর কাছে এ অজ্ঞতার কি জওয়াব দেবেন? কারণ মানুষ তেলাওয়াত বলতে বুঝে সুর করে শুধু রিডিং পড়ে যাওয়া। এতেই ঈমানদারগণ খুশী। কেউকেউ বুক ফুলিয়ে বলে বেড়ানঃ আমার খতম ২৫শে রমজানেই শেষ হয়েছে; আর হিসেবনিকেশ করেন কত পরিমাণ সওয়াব অর্জিত হলো। ভাবটি এমন যে শুধু সওয়াব কামানোর জন্যই মুসলিম জাতির সৃষ্টি, শুধু তেলাওয়াতের জন্যই আল-কুরআন নাজিল হয়েছিল। এটাতো বরং আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেয়ামতের একধরণের অপব্যবহার। আলী (রাঃ) বলেন, কুরআন অধ্যয়নে কোন লাভ নেই যদি তা নিয়ে ভাবা না হয়, চিন্তা করা না হয়।

আমরা দুনিয়ার সব ডিগ্রী, মাষ্টার্স, ডক্টরেট নিয়েও শয়তানের এ কুমন্ত্রণাতেই কাবু হয়ে যাই যে ওস্তাদ ছাড়া কুরআনের অর্থ বুঝা যাবেনা বা কুরআন বুঝা আমাদের জন্য নয় অথবা এটা শুধু মাদ্রাসা-শিক্ষিতদের জন্য ইত্যাদি। অথচ বাস্তবতা হলো জীবনের ৪০/৫০/৬০ বছর পার হয়ে গেলো এখনো ওস্তাদও খোঁজা হয়নি, আর নিজেও সাহস করে শয়তাকে পরাজিত করে আল্লাহর উপর ভরসা করে কুরআনের তাফসীর পড়া হয়নি। আবার কেউ কেউ কুরআনের তাফসীর এজন্য পড়তে চান না যে যদি পরিবর্তন হয়ে যাই; এসব শয়তানী হিসেবনিকেশ চুকাতে চুকাতেই জীবনের ফাইনাল হিসেবের দ্বারপ্রান্তে এসে যাই। ঈমানদারদের কুরআন ও সহীহ্ হাদীস জানা হতে দূরে রাখার শয়তানী প্ররোচনা এখানেই শেষ নয়। শয়তানের পরবর্তী প্ররোচনা হলোঃ অমুকের লেখা পড়া যাবে না, তমুকের তাফসীর পড়া যাবে না ইত্যাদি বাহানা।

Continue to Next Page.....

শয়তানের ফাইনাল মিশন হচ্ছে আপনি যেন শুধু কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন যাতে কুরআনের ব্যাখ্যা না বুঝেন এবং তাফসীর স্টাডি প্রোগ্রামে না যেতে পারেন। সেজন্য সে শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করে যায়, এবং এ ব্যাপারে সে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সিন্‌সিয়ার। প্রতি মাসে একবার ২ ঘন্টার ফিক্‌স্ট প্রোগ্রাম। কিন্তু দেখা যায় ঠিক ঐদিনই শয়তান নানারকম কাজ দিয়ে আমাদেরকে ব্যস্ত রাখে। যেমন ধরুন ঐদিনই কারো বাসায় দাওয়াত খেতে যেতে হবে অথবা কেউ দাওয়াত খেতে আমার বাসায় আসবে। অথবা শপিংয়ে যেতে হবে। অথবা ঠিক ঐদিনই সন্তানদের নিয়ে বাইরে যেতে হবে। অথবা ঠিক ঐদিনই বাড়িঘর পরিষ্কার করতে হবে অথবা গাড়ি সার্ভিসিংয়ে নিয়ে যেতে হবে অথবা কারো সাথে দেখা করতেই হবে। যতো জরুরী কাজ ঠিক ঐদিন ঐ একই সময়ে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। আমাদের কাজের priority নির্ধারণ করতে হবে আখেরাতের কথা স্মরণে রেখে, দুনিয়াকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে নয়।

আবার আমরা যখন দেশে বেড়াতে যাই তখন ফিরে আসার সময় লাগেজ বোঝাই করে নানা রকম জিনিস নিয়ে আসি। যেমনঃ কাপড়-চোপড়, বিভিন্ন পদের আচার, শুটকী মাছ, খেজুরের গুড়, পাটা-পুতা, চাল-ডাল, কাঁথা, হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি ইত্যাদি অথচ এর সবই ক্যানাডাতেই কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু যখনই কোন কুরআনের তাফসীর অথবা এক খন্ড হাদীস আনতে বলবেন তখন আর তার লাগেজে জায়গা হয় না। আসলে এটা তার কোন দোষ নয়, ইবলিসই তাকে এই মন্ত্রণা দেয় যে "এসব অপ্রয়োজনীয় বইপত্র কেন নেবে? এটা দিয়ে তো তোমার সংসারের কোন উপকার হবে না!" তিনি সেই মন্ত্রণা অনুসারেই কাজ করেন, নিজের বিবেককে কাজে লাগান না।

জাল হাদীস ও কেচ্ছা-কাহিনী হতে সাবধান

ঈমানের অন্যতম দাবী হলো দ্বীনের জ্ঞানার্জন করা। আপনার যদি নূন্যতম জ্ঞানই না থাকে তাহলে কিভাবে নিজ পরিবারকে দ্বীনের আলোকে গাইড করবেন? কিভাবে সন্তানদের অন্তরে সামান্য হলেও দ্বীনের আলো ঢুকাবেন? যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে। আপনার ভাসাভাসা আর আবোলতাবোল দ্বীনি জ্ঞান দিয়ে উঠতি বয়সের সন্তানদের বুঝ দিতে পারবেন না। তারা এখন লজিক চায়, তারা দ্বীনের ইনটেলেকচুয়াল ব্যাখ্যা চায়। গোটা কুরআনে মানব জীবনের সকল মৌলিক সমস্যার সমাধান আছে। সামাজিক, রাষ্ট্রিয় ও আন্তর্জাতিক জটিল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীগণ সারাজীবন চেষ্টা করে একটি সমস্যার যে সমাধান দিয়েছেন, আল-কুরআনে মাত্র এক দুই শব্দে বা এক লাইনে সে সমস্যার নির্ভুল সমাধান দিয়ে দিয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ হতে কুরআনের ব্যাখ্যা ও বাস্তব এপ্লিকেশনস জেনে নিন। একটু কষ্ট করে কিছু তাফসীর, সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ-সিত্তাহ), হারাম-হালালের বিধান সম্বলিত পুস্তক, authentic ইসলামী সাহিত্য, রাসূলের জীবনী, সাহাবীদের জীবনী ইত্যাদি যোগাড় করে অধ্যয়ন করুন। জেনে নিন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশ-নির্দেশ, প্রস্তুত করুন নিজেকে দুনিয়ার প্রলোভন থেকে এবং আখেরাতের আজাব থেকে বেঁচে থাকার কঠোর সংগ্রামের জন্যে।

মানুষ তার শিক্ষা, জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমেই তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে। আবার জ্ঞান ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় তার শিক্ষা দ্বারা। তাই শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষা। পক্ষান্তরে অশিক্ষা-কুশিক্ষা বা ভুল শিক্ষা মানুষকে ভুলপথে পরিচালিত করে সর্বনিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়, তখন ভুল শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিটিও সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে সহ্য করতে পারে না। কিছু বিদ্যা রয়েছে যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। প্রকৃতই ভুল শিক্ষা, কেচ্ছা ও কল্পকাহিনী মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। ইসলামের উপর বাজারে অনেক বইই পাওয়া যায় যাতে মানুষের মধ্যে আবেগ (জজ্‌বা) সৃষ্টির জন্য এমন সব কথা তুলে ধরা হয়েছে যা সত্য নয়, যা কুরআন-হাদীসের আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়। অসত্য দিয়ে মানুষকে সত্যের পথে আহবান করা যায় না। তাই সরাসরি কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের রেফারেন্স ছাড়া কোন পীর, ওলী, বুজুর্গ বা মুরুব্বীর বানানো কেচ্ছা-কাহিনী মেনে নেয়া ঠিক নয়। যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে, মানুষের জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে। সহীহ্ হাদীস, জাল হাদীস, দুর্বল হাদীসের বই বাজারে পাওয়া যায়, তা যাচাই বাছাই করে আমাদের পড়াশোনা করা উচিৎ, তা নাহলে আখেরাতে হাশরের ময়দানে জবাব দেয়ার কোন সুযোগ থাকবে না।

ইসলামে বিদয়াত অনুপ্রবেশের ব্যাপারে কিছু কিছু আলেমের অজ্ঞতা, অবহেলা বা অসচেতনতা কম দায়ী নয়। বর্তমান যামানায়ও মুসলমানগণ বড়ই বিপদগ্রস্ত। ইসলাম-বিরোধী শক্তি ইসলামকে দুনিয়া হতে মুছে দেয়ার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ। কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে কোন ইসলাম নেই। কেরামত ও সাজানো মজাদার গল্প-কাহিনী মানুষকে বিমোহিত করে ঠিকই কিন্তু তাতে অনেক সময় সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব গল্প-কাহিনীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে মানুষ ঈমানহারা হয়না। যেহেতু ইসলাম-বিরোধী শক্তি মুসলমানদেরকে কুরআন ও হাদীস দিয়েই ঘায়েল করার জন্য কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা ও অসংখ্য মিথ্যা হাদীস ও গল্প বেশী ফায়েদার লালসা দেখিয়ে মুসলিম সমাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে সেহেতু আমাদের প্রত্যেকের আরো বেশী সচেতন হওয়া উচিৎ।।

Please Donate: সম্মানিত পাঠকবৃন্দ আস্‌সালামুআলাইকুম। আশা করি "দি মেসেজ"-এর প্রতিটি ইসু এই প্রবাস জীবনে আপনার-আমার একটি সুখী ও সুন্দর পারিবারিক জীবন গঠন করতে সাহায্য করবে ইন্‌শাআল্লাহ। "দি মেসেজ" ছাপানোর কাজে আপনাদের সকলের সহযোগীতা একান্ত কাম্য। এই দ্বীনি কাজে আপনি আপনার যাকাতের টাকাও ডোনেট করতে পারেন।

Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
একটি কুরআন ও সহীহ্ হাদীস ভিত্তিক (দল নিরপেক্ষ এবং নন-পলিটিক্যাল) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট পত্রিকা
Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Suite # 306, 210 Oak Street, Toronto, ON M5A2C9. 647-280-9835, amiraway@hotmail.com , www.message4all.net